আলমডাঙ্গায় অনুমোদনবিহীন ৪০ বস্তা সার জব্দ, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অনুমোদনহীনভাবে ডিএপি সার পরিবহন ও বাজারজাতের অভিযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মো. সুমন আলী (৪০) উপজেলার হারদী গ্রামের মৃত ঠান্ডু বিশ্বাসের ছেলে এবং হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় হারদী-মিরপুর সড়কে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সারবোঝাই একটি আলমসাধু আটক করা হয়। এ সময় বিসিআইসির ৪০ বস্তা বাংলাদেশ ডিএপি সার জব্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আটক আলমসাধুর চালক ওসমানপুর গ্রামের মো. সিয়াম আলী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স থেকে ডিএপি সার বোঝাই করে প্রাগপুর এলাকার এক ব্যবসায়ীর দোকানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা ছিল তাঁর কাছে। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বিক্রয় মেমোও প্রদর্শন করেন।

পরবর্তীতে উপজেলা কৃষি অফিসের অনুসন্ধানে জানা যায়, যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই সার বিক্রয় ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নির্দেশনায় সারগুলো জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক মো. সুমন আলীকে সার ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ১২(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে একই আইনের ১২(৩) ধারায় ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, জব্দকৃত সার সাধারণ কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি

করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম।

এ সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. সাইফুল্লাহ মাহমুদ ও মো. উদয় রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃষি উপকরণের অবৈধ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরের কালীগাংনীতে ঘরের তালা ভেঙে টাকা চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে দিনে-দুপুরে ঘরের তালা ভেঙে সেলিম রেজা নামের এক কৃষকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় টাকা চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্থানীয়রা রুমেল নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

তবে টাকা চুরির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও ওই যুবককে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

কালীগাংনী মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সেলিম রেজা জানান, কালীগাংনী গ্রামের ইকরামুলের ছেলে রুমেল, জুল্লুর ছেলে জুয়েল এবং শ্যামপুর গ্রামের আসাদুলের ছেলে আসিফ তার অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করে ড্রয়ারের তালা ভেঙে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তালা ভেঙে টাকা চুরির ঘটনা এক শিশু দেখে সেলিম রেজাকে জানায়। পরে স্থানীয়রা রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে চুরির ঘটনা স্বীকার করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম প্রকাশ করে।

স্থানীয়রা সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জকে বিষয়টি অবহিত করলে ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলী ঘটনাস্থলে এসে

রুমেলকে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করলেও রুমেলকে আদালতে সোপর্দ না করে ছেড়ে দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী সেলিম রেজা ও স্থানীয়রা। এদিকে রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ভিডিওতে গ্রাম্য মাতবরদের সামনে তাকে টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করতে শোনা যায়।

এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মহেশপুরে ফুফুর টাকা ছিনাতাইকারী ভাতিজাসহ, গ্রেপ্তার-৩

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সেলিনা বেগম (৫০) নামের এক নারীর ছিনতাই হওয়া ৬ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই নারীর ভাতিজা লিটনসহ আরও দুইজনকে। জব্দ করা হয়েছে দুটি মোটরসাইকেল।

সোমবার রাতে মহেশপুর উপজেলার আলাদা স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-উপজেলার জলিলপুর গ্রামে মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে লিটন শেখ (৪০), একই গ্রামের আইয়ুব হোসেন খান’র ছেলে আমিনুর রহমান খান (২৪) ও আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে মোস্তফা জামান ওরফে বরকত বিশ্বাস (৪৭)। আটক লিটন শেখ ওই নারী সেলিনা বেগমের ভাতিজা।

পুলিশ জানায়, সোমবার মহেশপুর উপজেলার পান্তাপাড়া গ্রামের সেলিনা বেগম পার্শবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলার জীববনগর থেকে এনজিওর ৬ লাখ টাকা নিয়ে ভাতিজা লিটন শেখের মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বিকাল ৪ টার দিকে মহেশপুরের পান্তাপাড়া ইউনিয়নের মথুরানগর

গ্রামের দত্তনগর-জলিলপুর সড়কে পৌঁছালে দুইজন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেলে এসে সেলিনা বেগমের হাত থেকে টাকাসহ ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পর টাকা উদ্ধারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। বিভিন্ন স্থানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে একটি মোটরসাইকেল শনাক্ত করে তারা। সেই মোটরসাইকেলের সুত্র ধরে প্রথমে আমিনুর রহমানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করে। পরে তার স্বীকারোক্তি মোতাকে আটক করা হয় সেলিনা বেগমের ভাজিতা লিটন ও মোস্তফা জামান ওরফে বরকত বিশ্বাসকে। উদ্ধার করা হয় ছিনাতাইয়ের ৬ লাখ টাকা।

মহেশপুর থানার ওসি মেহেদি হাসান বলেন, সেলিনা বেগমের ভাতিজা লিটন শেখ এই ছিনতাইয়ে মুল পরিকল্পনাকারী। লিটন ও শাওন বদ্দি এই পরিকল্পনা করে। তিনি আরও বলেন ৩ জনকে আমরা আটক করেছি। বাকি আসামীকেও দ্রুতই আটক করা হবে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দিয়ে আটককৃতদের ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে

মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুরের দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়ে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা এবং সদর উপজেলার কাথুলী মোড়স্থ শোলমারী হোটেলকে খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করার কারণে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস ও হোটেলগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা হয়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা ১১০ টাকা, সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা

নির্ধারণ

মেহেরপুরে চলতি বছরের জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ হার নির্ধারণ করে।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ফিতরা ও জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইদ্রিস আলী, সাইফুর ইসলাম, আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ।

সভায় জানানো হয়, স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় শরিয়াহসম্মতভাবে এ হার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফিতরা আদায়ের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে ইটভাটায় অভিযান, দুই লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ফতেপুর এলাকায় অবস্থিত এইচবি ব্রিকস ইটভাটার প্রোপ্রাইটর মোঃ ইয়াসিনকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে পরিবেশ অধিদপ্তর, পুলিশ ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এইচবি ব্রিকস ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি ব্যবহার এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে ভাটার প্রোপ্রাইটর মোঃ ইয়াসিনকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬/১৬ ধারায় দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

ঝিনাইদহে ব্যাংকের ভেতর থেকে ব্যবসায়ীর টাকা চুরি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের ভেতর থেকে অভিনব কৌশলে এক ব্যবসায়ীর নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

গতকাল বুধবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের কালীগঞ্জ শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, কালীগঞ্জ শহরের চাপালী কুটিপাড়া এলাকার ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জ সোনালী ব্যাংক শাখা-২ থেকে ৪ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। টাকা উত্তোলনের পর তিনি ক্যাশ কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে টাকা গণনার সময় বাকী টাকা একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগে রাখেন। কিছু সময় পর তিনি দেখতে পান, তার ব্যাগটি কাটা এবং ব্যাগের ভেতরে রাখা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেই। পরে ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অজ্ঞাত পরিচয়ের তিন ব্যক্তি কৌশলে তার পাশে অবস্থান করে ব্যাগের ওপর একটি ফাইল রেখে ব্যাগ কেটে টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যায়।

ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, ‘অনেক খোঁজাখুঁজি করে চোর কিংবা টাকা উদ্ধার করতে পারিনি। পরে আইনি সহায়তা পেতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি

ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

আসাদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা | ঢাকার

উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি মনোনিত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তার ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার কোনো ঋণ নেই। নেই কানো মামলা। নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

হলফনামায় আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, তার বার্ষিক আয় ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ বছরে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসা থেকে ৭৩ লাখ ৩০ হাজার, শেয়ার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে এক লাখ ৬৭ হাজার ২০১ টাকা ও পেশাগত আয় ৮ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৬ টাকা।

স্ত্রীর শেয়ার বন্ড ব্যাংক আমানত,সঞ্চয়পত্র থেকে ১৭ হাজার ৮০১ টাকা এবং পেশাগত (শিক্ষকতা) থেকে বছরে আয় পাঁচ লাখ ৬ হাজার ১৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে আসাদুজ্জামানের কাছে নগদ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৫৮২ টাকা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নিজ নামে গচ্ছিত রয়েছে এক কোটি ৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৬ টাকা। বন্ড, শেয়ার কেনা আছে ৫২০০ টাকার এবং ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে।

হলফনামায় নিজের ২০ ভরি সোনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এছাড়া সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্য ছয় লাখ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য চার লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ টাকা।

অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামানের অর্জনকালীন অস্থাবর সম্পদের আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দুই কোটি ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। একইভাবে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য একই দেখানো হয়েছে।

স্থাবর সম্পদ হিসেবে আসাদুজ্জামানের ঢাকার সাভারের বড় বরদেশী মৌজায় ৪৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য এক কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পত্তি এখনো দখল বা সীমানা বুঝে পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ঢাকার উত্তরায় ৬ কাঠা জমিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট ভবন, একই এলাকায় ৫ কাঠা প্লটের ছয় তলাবিশিষ্ট ভবনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেলের। যার মূল্য আট কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৮ টাকা। ধানমন্ডিতে দুটি ফ্ল্যাটের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে তার। যার আনুমানিক মূল্য ৫৭ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭ টাকা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ১১৪, মাটিকাটা এলাকায় তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১.৮০ শতাংশ জমি। যা তার স্ত্রী পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

এসব স্থাবর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। বর্তমান তার মূল্য ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা ধরা হয়েছে।

তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি। চলতি অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে আয় দেখিয়েছেন ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা এবং সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ২৭ লাখ ৬৩ হাজার ১৩৯ টাকা।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে

তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।